পঞ্চম পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী চেয়ারম্যান প্রার্থীগণের তথ্য প্রকাশ

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৮ মার্চ, ২০১৪)

১.

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচন। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৩১ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে পঞ্চম পর্যায়ের ৭৪টি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা আগামী ৩১ মার্চ ২০১৪ অনুষ্ঠেয় পঞ্চম পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য ঘোষিত তফসিলভুক্ত ৭৪টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীগণের তথ্য প্রকাশ করছি। চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে ৩৬০ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৪১৪ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২৭৭ জন অর্থাৎ তিনটি পদে সর্বমোট ১ হাজার ৭৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে গতকাল (২৭ মার্চ, ২০১৪) পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে আমরা ৩৫৪ প্রার্থীর হলফনামায় দাখিলকৃত তথ্য পেয়েছি, টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার ৬ জন প্রার্থীর হলফনামা আমরা পাইনি। ৭৪টি উপজেলার মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার নির্বাচন স্থগিত রয়েছে। সুতরাং আমরা আজকের সংবাদ সম্মেলনে ৩৫৪ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করছি।

নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রার্থীগণ কর্তৃক হলফনামা আকারে প্রদত্ত তথ্যসমূহ (শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, অতীত এবং বর্তমানে ফৌজদারি মামলা, নিজের এবং নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় এবং অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, দায়-দেনা ও ঋণসহ আয়কর সংক্রান্ত তথ্য) আমরা আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরছি। এতে ভোটাররা নির্দিষ্ট কোন প্রার্থী সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা না পেলেও প্রার্থীদের ধরন সম্পর্কে ধারণা পাবেন। ফলে প্রার্থীদের সম্পর্কে জানার ব্যাপারে ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো-

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৭৭ (২১.৭৫%)	৪৪ (১২.৪৩%)	৬৬ (১৮.৬৪%)	১০২ (২৮.৮১%)	৫৯ (১৬.৬৭%)	৬ (১.৬৯%)	৩৫৪	

- শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ৩৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬১ জন বা ৪৫.৪৮% স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী।
- ৩৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে স্বল্প শিক্ষিত অর্থাৎ এসএসসি বা তার চেয়ে কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর হার ৩৪.১৮% (১২১ জন)।
- বিশ্লেষণ থেকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের উল্ল্যেখযোগ্য অংশ উচ্চ শিক্ষিত হলেও, এসএসসি'র চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ৭৭ জন (২১.৭৫%) প্রার্থী রয়েছেন। অর্থ্যাৎ ৭৭ জন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরুতে পারেন নি।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৬০ (১৬.৯৫%)	২৩০ (৬৪.৯৭%)	২৯ (৮.১৯%)	১২ (৩.৩৯%)	৩ (০.৮৫%)	৮ (২.২৬%)	১২ (৩.৩৯%)	৩৫৪	

- ৩৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের পেশা (৬৪.৯৭% বা ২৩০ জন) ব্যবসা। কৃষির সঙ্গে জড়িত ১৬.৯৫% (৬০ জন)।
- ১২ জন প্রার্থী (৩.৩৯%) পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- তথ্যের বিশ্লেষণে জাতীয় সংসদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের আধিক্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়েই মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১১২ (৩১.৬৩%)	১২২ (৩৪.৪৬%)	৪৮ (১৩.৫৫%)	২১ (৫.৯৩%)	৩৪ (৯.৬০%)	২ (০.৫৬%)	৩৫৪	

- ৩৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১২ জনের (৩১.৬৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ১২২ জনের (৩৪.৪৬%) বিরুদ্ধে, অতীত ও বর্তমানে উভয় সময়ে মামলা ছিল বা রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৪৮ জন (১৩.৫৫%)।
- ৩৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ২৪২ জনের (৩৮.৩৬%) বিরুদ্ধে মামলা নেই এবং অতীতে ২৩২ জন (৬৫.৫৩%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা ছিল না।
- ৩৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১ জনের (৫.৯৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা মামলা রয়েছে, অতীতে ছিল ৩৪ জনের (৯.৬০%) বিরুদ্ধে এবং ২ জনের (০.৫৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ও অতীতে অর্থাৎ উভয় সময়ে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে বা ছিল।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৭৯ (২২.৩২%)	১৬১ (৪৫.৪৮%)	৮৩ (২৩.৪৫%)	১২ (৩.৩৯%)	৬ (১.৬৯%)	৫ (১.৪১%)	৮ (২.২৬%)	৩৫৪	

- ৩৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম আয় করেন ৭৯ জন (২২.৩২%) প্রার্থী।
- বাৎসরিক ১ কোটি টাকার বেশি আয় করেন ৫ জন (১.৪১%) প্রার্থী।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রার্থীর (২৪০ জন বা ৬৭.০৮%) বাৎসরিক আয় ৫ লক্ষ টাকা বা তার নীচে।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৪৮ (১৩.৫৫%)	১২১ (৩৪.১৮%)	৭২ (২০.৩৩%)	৫০ (১৪.১২%)	৪৭ (১৩.২৭%)	১১ (৩.১০%)	৫ (১.৪১%)	৩৫৪	

- ৩৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩.৫৫% (৪৮ জন) এর সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম।
- ৩৫৪ জনের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ৫৮ জন (২৭.৩৯%)। এর মধ্যে ৫ কোটি টাকার বেশি সম্পদের অধিকারী ১১ জন (৩.১০%) প্রার্থী।
- অনেক প্রার্থীই সম্পদের মূল্য উল্লেখ না করায় আর্থিক মূল্যে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অপর দিকে বর্তমান বাজারমূল্য উল্লেখ না করার কারণেও সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১৯ (৫.৩৬%)	১৬ (৪.৫১%)	১১ (৩.১০%)	১ (০.২৮%)	৫ (১.৪১%)	৮ (২.২৫%)	৬০ (১৬.৯৪%)	৩৫৪	

- ৩৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬০ জন (১৬.৯৪%) ঋণ গ্রহীতা।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ৩৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৯৪ জনেরই (৮৩.০৫%) কোনো ঋণ নেই।
- কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা ১৩ জন (১.৬৯%)। এর মধ্যে ৫ কোটির টাকার উপরে ঋণ রয়েছে ৮ জন (২.২৫%) প্রার্থীর।

আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্যঃ

৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট আয়কর প্রদানকারী	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৬৩ (১৭.৭৯%)	৪ (১.১২%)	২২ (৬.২১%)	৬ (১.৬৯%)	১৩ (৩.৬৭%)	৫ (১.৪১%)	৩ (০.৮৪%)	১১৬ (৩২.৭৬%)	৩৫৪	

- ৩৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার ৩২.৭৬% (১১৬ জন)।
- ৫০০০.০০ টাকার চেয়ে কম আয়কর প্রদান করেন ৬৩ জন (১৭.৭৯%) প্রার্থী।
- লক্ষাধিক টাকার উপর আয়কর প্রদান করেন ২১ জন (৫.৯২%)। এর মধ্যে ৫ লক্ষাধিক টাকা আয়কর প্রদান করেন ৫ জন (১.৪১%) এবং ১০ লক্ষাধিক টাকা আয়কর প্রদান করেন ৩ জন (০.৮৪%)।

২.

স্থানীয় সরকার নির্বাচন পদ্ধতি নির্দলীয় হওয়ার পরও, রাজনৈতিক দলসমূহ দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন বা প্রার্থীদের সমর্থন প্রদানের ধারা প্রতিটি ধাপের নির্বাচনে অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি একক প্রার্থী নির্ধারণের জন্য মনোনীত বা নির্ধারিত প্রার্থী ছাড়া অন্যান্যদেরকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। গত কয়েকটি দফা নির্বাচনের পর এই চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্রোহী প্রার্থী হলে বহিষ্কারও করা হচ্ছে। চতুর্থ পর্বের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি মাঠ পর্যায়ের ১০ জন নেতাকে বহিষ্কার করেছে (*প্রথম আলো*, ২২ মার্চ, ২০১৪)। একই পত্রিকার ২৩ মার্চ তারিখের শিরোনাম ছিলো, 'বিএনপি থেকে ৫ নেতাকে বহিষ্কার'। বিষয়টি নির্বাচনকে প্রভাবিত করার শামিল, যা সুস্পষ্টভাবে নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন। রাজনৈতিক দলসমূহের এই আচরণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ধাপে ধাপে সহিংসতার পরিমাণ ও মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পর্যন্ত চারটি পর্যায়ের নির্বাচন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, জাল ভোটসহ বিভিন্ন অনিয়মের সঙ্গে সংঘর্ষ, হানাহানি, বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগের মত সহিংসতা একটি ধাপের চেয়ে অন্য ধাপে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চতুর্থ পর্যায়ের নির্বচনের সহিংসতা ও বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা পূর্বের সব অনিয়মকে ছাপিয়ে গিয়েছে। চারটি ধাপে ধাপে মোট ৯০টির মতো ভোটকেন্দ্র স্থগিত করা হয়। প্রথম ধাপে ১০টি, দ্বিতীয় ধাপে ২১টি, তৃতীয় ধাপে ২৬টি, চতুর্থ ধাপে ৩৩টি ভোটকেন্দ্র স্থগিত করা হয় (*কালের কণ্ঠ*, ২৫ মার্চ ২০১৪)। নির্বাচন কমিশন এসব কেন্দ্রে ভোট স্থগিতের কারণ সম্পর্কে ২৪টির ক্ষেত্রে জোরপূর্বক ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করাকে উল্লেখ করেছে। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে ৬, দ্বিতীয় ধাপে ১০০ এবং তৃতীয় ধাপে মোট প্রায় ৩৬৫ কেন্দ্রে অনিয়মের ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া অনেক কেন্দ্রে সংঘর্ষ না হলেও নীরবে প্রশাসনের সহায়তা ভোট জালিয়াতি হয়েছে *(প্রথম আলো,* ১৭ মার্চ ২০১৪)। অর্থাৎ কোন কোন উপজেলাতে নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নিজেরাই কিংবা তাদের যোগসাজসে ভোট কারচুপির অভিযোগও পত্র-পত্রিকায় উত্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে নির্বাচনী সহিংসতায় মারা গিয়েছে ৩ জন। তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে সহিংসতা মারা গেছে ৩ জন এবং বিভিন্ন এলাকায় ব্যালট ছিনতাই ও সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুই শতাধিক (*প্রথম আলো,* ১৬ মার্চ ২০১৪)। চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচনে ৪০টি উপজেলায় সহিংসতার খবর পাওয়া গিয়েছে। সহিংসতায় নিহত হয়েছেন ৪ জন, আহতের সংখ্যা কমপক্ষে আড়াইশ। দুপুর গড়ানোর আগেই ভোটের বাক্স ভর্তি, নির্বাচনী সরঞ্জাম ছিনতাই ও আগুন, এজেন্টদের বের করে দিয়ে ভোট জালিয়াতি, এরকম দৃশ্য ছিলো অনেক ভোটকেন্দ্রেই (*প্রথম আলো*, ২৪ মার্চ ২০১৪)। এমনকি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উপজেলা চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে ৫৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪০টি দখল করে গণসিল মারেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর লোকজন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন উপজেলার নানা কেন্দ্রে গণমাধ্যমকর্মীদের ওপরও হামলা ও নির্যাতন করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ তথ্য গ্রহণযোগ্য জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান। এ লক্ষ্যে কমিশনকে আমাদের সংবিধান 'স্বাধীন' প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দিয়েছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অগাধ ক্ষমতা। বর্তমান উপজেলা নির্বাচনে সেনাবাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়ও নির্বাচনের সময়ে সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাও কমিশনের কাছে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও বলপ্রয়োগসহ সব ধরনের ক্ষমতা কমিশনের হাতে থাকা সত্ত্বেও আমাদের নির্বাচন কমিশন উপজেলা নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে পারছে না। নির্বাচনে আগের দিন ও ভোটের দিন কেন্দ্রে কেন্দ্রে সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও বিজিবির টহলও সহিংসতা রোধে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এমনি পরিস্থিতিতে চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচনের আগের দিন নির্বাচনী অনিয়ম ও সহিংসতারোধে সশস্ত্র বাহিনীকে নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রয়োজনে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৩১ ধারা প্রয়োগের কথাও বলেছে (*প্রথম আলো*, ২৩ মার্চ, ২০১৪)। কার্যবিধি ১৩১ ধারা অনুসারে সেনাবাহিনীর দৃষ্টির মধ্যে কোন সহিংসতার ঘটনা ঘটলে তাদের সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু তারপরেও চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচনে সহিংসতা রোধে নিজেদের তৎপরতা বৃদ্ধিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নতুন কোন মাত্র যোগ করতে পারেনি। বরং গত তিনটি পর্যায়ের নির্বাচনের মতো এবারও তাদের বিরুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে।

এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের নির্বাচন কমিশন উপজেলা নির্বাচনে অনিয়ম, কারচুপি, ও সহিংসতা রোধ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। নিয়ন্ত্রন হারিয়েছে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর। শুধু তাই নয় নির্বাচন সার্বিকভাবে সুষ্ঠু হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল মোবারক। তিনি বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর মেহেরবানি, যথাযথভাবে নির্বাচন হয়েছে। বিচ্ছিন্ন, অবাঞ্ছিত, অহেতুক ও অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য কিছু কেন্দ্র বন্ধ করা হয়েছে' (*কালের কণ্ঠ*, ২৪ মার্চ, ২০১৪)। নির্বাচন কমিশন কর্তৃপক্ষের এরকম দাবি সত্যিই নাগরিক সংগঠন হিসেবে আমাদের উৎকণ্ঠিত ও হতাশ করেছে।

আমরা নিম্নে নির্বাচনের পরের দিনের (২৪ মার্চ ২০১৪) দেশের ৬টি দৈনিক প্রত্রিকার প্রধান শিরোনাম তুলে ধরছি। এই শিরোনামসমূহ থেকে স্পষ্টতই চতুর্থ দফা নির্বাচনের দিনের সহিংসতা ও অনিয়ম সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

- কেন্দ্র দখলের নির্বিঘ্ন উৎসব, ৪০ উপজেলায় সহিংসতা, নিহত ৪ (*প্রথম আলো*)
- 'ডাকাতি'র ভোটে নিহত ৪, কেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিনতাই, সংঘর্ষ, বোমা, আগুন, প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের মারধর, আহত দুই শতাধিক (*কালেরকণ্ঠ*)
- কেন্দ্র দখল জাল ভোট সহিংসতায় নিহত ৪ (*সমকাল*)
- ব্যাপক সহিংসতায় নিহত ৪ (*যুগান্তর*)
- সহিংসতায় নিহত ৪, ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিনতাই (*ইত্তেফাক*)
- দখল, গুলি, সংঘাতে নিহত ৪ (*বাংলাদেশ প্রতিদিন*)

পরিশেষে, উপজেলা নির্বাচনে ক্রমবর্ধমান কারচুপি ও সহিংসতা আমাদের শঙ্কিত করছে। নির্বাচনী ব্যবস্থা যদি কলুষমুক্ত না করা যায়, তাহলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে না। বস্তুত, চলমান সহিংসতার কারণে দেশে নারকীয় পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আর এ পরিস্থিতিতে উগ্রবাদের বিস্তার ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। তাই আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সকল প্রকার বিতর্ক ও সহিংসতামুক্ত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

তথ্যসূত্রঃ বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd)। তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

www.votebd.org ও www.shujan.org